ঝিনাইদহে গণবিক্ষোভের নামে ছাত্র-জনতার তান্ডব, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া আহত ২৫

ঝিনাইদহে গণবিক্ষোভের নামে ছাত্র-জনতার তান্ডব, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া পুলিশের রাবার বুলেট সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ। বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালসহ বিভিন্ন স্থপনা ভাংচুর অগ্নিসংযোগ করেছে আনোদলনকারীরা। একজন সাংবাদিকসহ আহত ২৫।

আজ রবিবার সকাল ১০টা থেকে বিকাল প্রায় ২টা পর্যন্ত চলে এই তান্ডব ও গণ মিছিল। আন্দোলনকারীরা পুলিশের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ, থানায় প্রবেশের চেষ্টা করলে পুলিশ রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে।

এছাড়া আন্দোলনকারীরা বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল, বঙ্গবন্দু ও শেখ হাসিনার ছবি সম্বলিত আওয়ামী লীগ নেতাদের পোস্টার, ব্যানার, ছাত্রলীগের অফিস ও ঝিনাইদহ ডাকঘরের গ্লাসসহ বিভিন্ন স্থপনা ভাংচুরের মধ্য দিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অসহযোগ কর্মসুচির প্রথম দিন অতিবাহিত হয়। এ সময় পুলিশের ছোড়া রাবার বুলেট ও টিয়ারশেলে শিক্ষার্থী-সাংবাদিকসহ ২৫ জন আহত হন। ভাংচুর করা হয় দুইটি পুলিশ বক্সও। আহতদের মধ্যে ২০ জনকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ও কয়েক জনকে ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। আহতরা হলেন, জান্নাতুল ফেরদৌস, সাবিক, সবুজ, আপন, মহিবুল্লাহ, আল-কাবির, মৃদুল, পারভেজ, সিফাত, পিকুল, ফয়সাল সোয়াদ, সজল রাব্বি, সাব্বির, রাজু, হাসিব, মেহেদী, আসিফ, নয়ন, আবিদ, সাগর ও শাওন। ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ নুসরাত জাহান জানান, আহত শিক্ষার্থীদের বয়স ১৬ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। এদের মধ্যে ১৩ জনের গায়ে রাবার বুলেট বিদ্ধ হয়েছে। বাকীরা কাঁদানে গ্যাসে আহত হয়েছেন।

এদিকে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল ভাংচুরের ছবি তুলতে গিয়ে সময়ের আলোর সাংবাদিক কাজী আলী আহম্মেদ লিকু, সাংবাদিক মিরাজ, সুজন, ও হাসান বিক্ষোভকারীদের হাতে আহত হন।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা বাসষ্ট্যান্ডে অবস্থিত ‘ঝিনেদা টিভি’ নামে একটি অনলাইন ভিত্তিক মিডিয়া অফিসের গাড়ি ভাংচুর করা হয়। দুপুর ১২টা